



101430 - এমন ব্যক্তিকে চুল দান করা কিংবা বিক্রি করা যে এটা দিয়ে নকল চুল (পরচুলা) বানাবে

প্রশ্ন

কোন নারীর জন্য তার চুল এমন কোন সংস্থাকে দান করা কি জায়গে হবে; যারা ক্যান্সারে আক্রান্ত, আগুনে পোড়া বা এ জাতীয় অন্য কছিতে আক্রান্ত শিশুদের জন্য নকল চুল বানাতে এগুলো ব্যবহার করে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ফকিহদিদের মধ্যে এই মর্মে কোন মতভেদে নাই যে, মানুষের চুল বিক্রি করা নষিদিধ। কেননা চুল মানুষের শরীরের একটি অংশ। মানুষ সম্মানতি। মানুষের কোন অঙ্গ বিক্রি করা মানে মানুষকে অপমানতি করা।

“আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া”-তে (২৬/১০২) এসছে:

ফকিহদিগণ এই মর্মে একমত যে, মানুষের চুল বিক্রি করা ও ব্যবহার করা নাজায়গে। কেননা মানুষ সম্মানতি। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আমি বনী আদমকে সম্মানতি করছি।” তাই মানুষের কোন অংশকে অসম্মানতি করা নাজায়গে।[সমাপ্ত]

দুই:

যারা চুল দিয়ে নকল চুল (পরচুলা) বানায় তাদেরকে চুল দান করা প্রসঙ্গগে:

নকল চুল ব্যবহার করা কখনও জায়গে; কখনও হারাম। যদি কোন ত্রুটিকে সংশোধন করার জন্য হয় তাহলে সেটা জায়গে। আর যদি এর দ্বারা সাজসজ্জা উদ্দেশ্য হয় তাহলে সেটা হারাম।

শাইখ মুহাম্মদ বনি সালহে আল-উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“পরচুলা পরা দুই ধরণে:

১। এর দ্বারা সাজসজ্জা উদ্দেশ্য হওয়া; যাত করে কোন নারীর মাথাকে চুলভর্তি দেখা যায় এবং পরচুলা পরলে সেটা



বাস্তবায়িত হয়। এই পরাটা বিশেষ কোন ত্রুটিগত কারণে নয়। তাহলে পরচুলা পরা নাজায়যে। কেননা এটি চুলের সাথে চুল যুক্ত করার পর্যায়ভুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম “ঐ নারীকে লানত করছেন যে চুলের সাথে চুল যুক্ত করার কাজ করে এবং যাই নারী এর গ্রাহক।”

২। কোন নারীর কোন চুলই না থাকা এবং নারীদের কাছে এটি ত্রুটি হিসেবে গণ্য হওয়া এবং তার পক্ষে এ ত্রুটিকে লুকিয়ে রাখা সম্ভবপর না হওয়া। তথা পরচুলা পরা ছাড়া এটি লুকিয়ে রাখা সম্ভবপর না হওয়া। আমরা আশা করছি, সন্ধ্যাতেরে তা পরার কারণে এমন নারীর কোন গুনাহ হবে না। কেননা তা সাজ হিসেবে নয়। বরং ত্রুটিকে দূর করার জন্য। তদুপরী সতর্কতা হচ্ছে এমন অবস্থাতো পরচুলা না পরা। বরং ঘোমটা দিয়ে মাথা ঢেকে রাখা; যাতো করে তার ত্রুটিটি প্রকাশ না পায়।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।”[সমাপ্ত][ফাতাওয়া নুবুন আলাদ দারব]

তিনি আরও বলেন: “পরচুলা হারাম। এটি চুলের সাথে চুল যুক্ত করার অন্তর্ভুক্ত। যদি প্রকৃতপক্ষে সর্টি চুলের সাথে চুল যুক্ত করার অন্তর্ভুক্ত না হয়; তদুপরী এটি নারীর মাথাকে প্রকৃত অবস্থার চেয়ে বড় করে দেখায়; যা চুলের সাথে চুল যুক্ত করার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম “ঐ নারীকে লানত করছেন যে চুলের সাথে চুল যুক্ত করার কাজ করে, যাই নারী এর গ্রাহক।” কিন্তু যদি কোন নারীর মাথায় কোন চুলই না থাকে; কিংবা টাক মাথা হয়; তাহলে পরচুলা ব্যবহার করতে কোন গুনাহ নাই; যাতো করে তিনি এ দোষটি ঢেকে রাখতে পারেন। কেননা দোষ আড়াল করা জায়যে। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ব্যক্তিকে একটি স্বর্ণেরে নাক গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছিলেন কোন এক যুদ্ধে যার নাকটি কাটা পড়েছে।”[সমাপ্ত][মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ উছাইমীন (১১/প্রশ্ন নং-৬৮)]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে যদি চুলেরে দান গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান আগুনে পোড়া ব্যক্তি বা ক্যান্সারেরে কারণে চুল পড়ে যাওয়া ব্যক্তি কিংবা এ ধরনের অন্য কোন কারণে চুল না থাকা ব্যক্তিদেরে জন্য নকল চুল বানায়; এবং তারা বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান হয় তাহলে তাদেরকে দান করা জায়যে হবে। দানকারী এর বনিমিয়ে তার প্রভুর কাছে সওয়াবপ্রাপ্তির আশা করবেন।

আর যদি প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বস্ত না হয় কিংবা সাজসজ্জা হিসেবে নকল চুল বানায় তাহলে তাদেরকে দান করা জায়যে হবে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।